আচরণবিধি তুলনা:
জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচন আচরণ বিধিমালার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও সংযোজনসমূহের বিশ্লেষণ

সংজ্ঞাসমূহ ও প্রাথমিক পরিবর্তন

প্রার্থী, নির্বাচন এবং প্রচারণার নতুন সংজ্ঞা

জনসংযোগ ও প্রার্থীর সংজ্ঞা

জনসংযোগ (বিধি ২-খ)

সংসদ সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোনো প্রার্থী কর্তৃক ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাৎ বা পরিচিত হওয়া। এটি আগে সংজ্ঞায়িত ছিল না।

প্রার্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বী (বিধি ২-জ, ২-ঝ)

প্রার্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংজ্ঞা আলাদা করা হয়েছে। যিনি বৈধভাবে মনোনীত এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেননি, তিনিই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী।

প্রচারণা সামগ্রীর সংজ্ঞা

🚩

ফেস্‌টুন (বিধি ২-ঞ)

"ফেস্‌টুন" বলতে এখন শুধুমাত্র কাপড় বা চটের তৈরি ফেস্‌টুনকে বোঝাবে। পরিবেশবান্ধব উপাদানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

📢

ব্যানার (বিধি ২-ট)

প্রচার বা এইরূপ কোন উদ্দেশ্যে কাপড়, চট, ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রচারপত্র। 'পোস্টার' শব্দটি এখান থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কর্তৃপক্ষ ও সুবিধাভোগী ব্যক্তি

- **যথাযথ কর্তৃপক্ষ:** রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার এখন সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত।
- **সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি:** এই তালিকায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং সমপদমর্যাদার ব্যক্তিবৃন্দ সংযুক্ত হয়েছেন।

বাধ্যবাধকতা ও সংবর্ধনা

"নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সকল নিবন্ধিত দল, প্রার্থী ও সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের বিধি ৪ থেকে ২৫ অবশ্যই মেনে চলতে হবে।"

— বিধি ৩ (নতুন সংযোজন)

নিষেধাজ্ঞা: কোনো প্রার্থী কোনো প্রতিষ্ঠান বা সমিতি থেকে সংবর্ধনা গ্রহণ করতে পারবেন না (বিধি ৪-২)।

প্রচারণা সামগ্রী ও পরিবেশ

পোস্টার নিষিদ্ধকরণ এবং প্লাস্টিক বর্জ্য হ্রাস

পরিবেশ রক্ষায় কঠোর পদক্ষেপ

🚫 **কোনো প্রকার পোস্টার ব্যবহার করা যাইবে না (বিধি ৭-ক)।**

- অপচনশীল দ্রব্য যেমন রেক্সিন, পলিথিন বা প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- প্রচারপত্র, লিফলেট, ফেস্টুন বা ব্যানারে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর উপাদান ব্যবহার করা যাবে না।
- প্লাস্টিক (PVC) ব্যানার এবং লেমিনেটেড পোস্টার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রচারণা সামগ্রীর নির্ধারিত মাপ (বিধি ৭)

সামগ্রীর নাম	সর্বোচ্চ নির্ধারিত মাপ	মন্তব্য
ব্যানার	১০ ফুট × ৪ ফুট	আয়তন পুনর্বিন্যাস
লিফলেট / হ্যান্ডবিল	A4 সাইজ (৮.২৭" × ১১.৬৯")	সর্বোচ্চ সীমা
ফেস্টুন	১৮ ইঞ্চি × ২৪ ইঞ্চি	কাপড় বা চটের তৈরি হতে হবে
বিলবোর্ড (প্রচার অংশ)	১৬ ফুট × ৯ ফুট	নতুন সংযোজন

প্রযুক্তি ও যাতায়াত

🚁 হেলিকপ্টার ব্যবহার

দলীয় প্রধান এবং সাধারণ সম্পাদক (বা সমপর্যায়ের) উভয়েই যাতায়াতের জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারবেন। (বিধি ৯-গ)

✈ ড্রোন নিষিদ্ধ

নির্বাচনি প্রচারণা ও ভোটগ্রহণের সময় ড্রোন বা কোয়াডকপ্টার ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (বিধি ৯-চ)

প্রচারণা আচরণ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, শব্দ দূষণ এবং ক্যাম্প

বিলবোর্ড ব্যবহারের সীমা

২০টি

সর্বোচ্চ বিলবোর্ড

কোনো প্রার্থী একটি নির্বাচনি এলাকায় ২০টির অধিক বিলবোর্ড ব্যবহার করতে পারবেন না।

শর্ত: বিলবোর্ডে প্রচারণার অংশের আয়তন ১৬x৯ ফুটের বেশি হবে না।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (বিধি ১৬)

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণার নতুন বিধি সংযোজন করা হয়েছে।
- কনটেন্ট তৈরি, বুস্টিং ও স্পন্সরশিপের ব্যয় নির্বাচনি ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।
- বিদেশি অর্থায়নে কোনো বিজ্ঞাপন বা প্রচারণা চালানো যাবে না।
- গুজব ছড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ (বিধি ১৭)

৬০ ডেসিবেল

মাইক বা শব্দ বর্ধনকারী যন্ত্রের শব্দের মানমাত্রা ৬০ ডেসিবেলের অধিক হতে পারবে না।

৩টি মাইক

একইসঙ্গে ৩টির অধিক মাইক্রোফোন বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

সময়সীমা

দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মাইক ব্যবহার করা যাবে।

প্রচারণা সামগ্রী অপসারণ (বিধি ১৯)

৪৮

ঘন্টা

ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর

ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচনি এলাকায় ব্যবহৃত নিজ নিজ প্রচারণা সামগ্রী প্রার্থীকে নিজ দায়িত্বে অপসারণ করতে হবে। এটি এখন বাধ্যতামূলক।

অর্থ ও দণ্ডবিধি

ব্যয় সীমা, জরিমানা এবং প্রার্থিতা বাতিল

নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যাংকিং (বিধি ২২)

ব্যাংকিং লেনদেন

দলের ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকা এবং প্রার্থীর ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকার উর্ধ্বে খরচ হলে তা বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে করতে হবে।

ব্যয়ের বিবরণী

সোশ্যাল মিডিয়া বুস্টিং সহ সকল খরচ নির্বাচনি ব্যয়ের শিরোনামে কমিশন বরাবর দাখিল করতে হবে।

জরিমানা বৃদ্ধি (বিধি ২৭)

পূর্বের জরিমানা

৫০,০০০ টাকা

বর্তমান জরিমানা

১,৫০,০০০ টাকা

আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য জরিমানার পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অঙ্গীকারনামা ও প্রার্থিতা বাতিল

- **অঙ্গীকারনামা (বিধি ২৯ ও ৩০):** দল এবং প্রার্থী উভয়কেই মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় আচরণবিধি মেনে চলার লিখিত অঙ্গীকারনামা দিতে হবে।
- **প্রার্থিতা বাতিল (বিধি ২৮):** কমিশন আচরণবিধি লঙঘনের দায়ে তদন্ত সাপেক্ষে সরাসরি প্রার্থিতা বাতিল করতে পারবে। এই বিধান পুনর্বহাল করা হয়েছে।

প্রশ্ন ও উত্তর

ধন্যবাদ